আমার প্রিয় বিদ্যাময়ী স্কুল

রাবিয়া হুদা মীনা

১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয় তার দীর্ঘ একশত ছাব্বিশ বছরের ঐতিহ্য আর অসংখ্য উজ্জ্বল কীর্তির মুকুট মাথায় নিয়ে আজো সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। উনিশ শতকের শেষার্ধে তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গদেশে মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত অল্প কয়েকটি স্কুলের মধ্যে বিদ্যাময়ী স্কুল ছিলো অন্যতম। শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মানদণ্ডে দীর্ঘকাল ধরে এদেশে এই স্কুল ছিলো উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ভাস্বর একটি নাম। এই বিদ্যাপীঠ সৃষ্টি করেছে অনেক প্রতিভাময়ী স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বকে যাঁরা পরবর্তী পর্যায়ে সমাজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন এবং এখনো রেখে চলেছেন। অসংখ্য স্বনামধন্য শিক্ষকের ক্লান্তিহীন প্রয়াস এই প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। কালের বিবর্তনে, পরিবর্তিত পরিবেশে হয়তো বিদ্যাময়ী বর্তমান প্রজন্মের কাছে তেমন সাড়া-জাগানো কোনো নাম নয়, কিন্তু তার অতীতের গৌরবমাখা কীর্তিতো কখনো মুছে যাবার নয়। আর আমরা যারা অতীতের বিদ্যাময়ীর অস্তিত্বের সঙ্গে এক সময় মিশে ছিলাম তাদের কাছে বিদ্যাময়ী সব সময়ই একটি নস্টালজিক নাম। বিদ্যাময়ী আমাদের জীবনের চলার পথকে আনন্দময় করে তোলার প্রেরণা জুগিয়েছে।

এই মোহিনী বিদ্যাপীঠ আজো আমার স্মৃতির বীনায় মধুর ঝংকার তুলে আমাকে আবিষ্ট করে দেয়। আজো যখন দেখি, স্কুল-প্রাঙ্গণে স্বাগত জানাতে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া, সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রশস্ত খেলার মাঠ, প্রধান শিক্ষকের দোতলা বাসভবন, অজস্র স্মৃতি বিজড়িত রাজ প্রসাদের মতো বিরাট দোতালা ছাত্রীনিবাস আর লাল শাপলায় ভরা বিরাট পুকুর, মুহূর্তে হারিয়ে যাই আমি কয়েক দশক আগে ফেলে আসা আমার উচ্ছল কৈশোরের দিনগুলোতে। সময়ের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে যখন পেছনে তাকাতে প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম, বাল্যের প্রিয় বান্ধবীদের মুখগুলো যখন প্রায় ঝাপসা হয়ে আসছিলো, সেই সময় ১৯৮৪ হঠাৎ একদিন যখন খবর পেয়েছিলাম বিদ্যাময়ী স্কুল প্রাক্তন ছাত্রী সমিতির একটি পুনর্মিলনী উৎসবের আয়োজনের, তখন তাই এক ঝলক দমকা হাওয়ার মতো খুশীতে মনটা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলো। এক লহমায় মন চলে গিয়েছিলো ফেলে আসা কৈশোরের চঞ্চল দিনগুলোতে।

এখনো ভুলতে পারি না বিদ্যাময়ী স্কুলে চার দেয়ালের মাঝে ফেলে আসা অগণিত সোনাঝরা দিনগুলোর কথা। আদর্শ এবং নিয়মকানুনের কড়া বেষ্টনীর মধ্যেও জীবনের গতি ছিলো কতো সহজ সরল অনাড়ম্বর ! ছাত্রীনিবাসের জীবন, সকাল থেকে রাত অবধি ছিলো ছক বাঁধা নিয়মের মাঝে আবদ্ধ। কৈশোরের চঞ্চল মন চাইতো নিয়ম ভাঙার আনন্দে চলতে তাই কড়া নিষেধ সত্ত্বেও লুকিয়ে স্নান করতাম মুক্ত মরালের মতো অনেক রূপালি রৌদ্রে। শীতের কুয়াশার কাকডাকা ভোরে নাঙ্গা পায়ে অঞ্জলি ভরে রক্ত গোলাপের পাপড়ি দিয়ে মালা গাঁথতাম। বিকেলের পড়ন্ত রোদে চুল না বেঁধেই খেলতে যেতাম—যা সবই ছিলো অনিয়ম। শাস্তি যেমন পেয়েছি, তেমনি আবার নাচ, গান, খেলায় পারদর্শিতার জন্য আপাদের কাছ থেকে পেয়েছি স্নেহ, ভালোবাসায় পূর্ণ অফুরন্ত প্রাণঢালা আশীর্বাদ, যা মনে হলে এখনো নয়ন হয় অশ্রুসিক্ত। অবুঝ মনকে বোঝাতে পারি না, এ যে অনেক আগের কথা, মনে হয় এই তো সেদিক, যেন হাত বাড়ালেই ফিরে পাবো আমার প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা মধুময় কৈশোর।

১৯৮৩ সালে বিদ্যাময়ী স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আমরা আমাদের এই প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আবার নতুন করে একটি আত্মিক বন্ধনে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছি। শ্রদ্ধেয় জাহানারা আবদুল্লাহ, শ্রদ্ধেয় ড. রওশন জাহান মান্নান, শ্রদ্ধেয় হামিদা আলী এবং আরো অনেক শ্রদ্ধেয় আপা এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ এবং আন্তরিক প্রয়াস গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমরা বিশেষভাবে আরো ঋণী শ্রদ্ধেয় ড. কাজী আনোয়ারা মনসুর এবং শ্রদ্ধেয় রোকেয়া মান্নানের কাছে, যাঁরা তাঁদের আজিমপুর অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়কে আমাদের সমিতির প্রধান কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন এবং সকল ব্যাপারে সবসময় আমাদের সহযোগিতা করছেন।

এই সমিতি প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রায় প্রতি বছরই পুনর্মিলনী উৎসব পালিত হয়ে আসছে। আবারও মহামিলনের ডাক এসেছে। এ বছর ফেব্রুয়ারির ১৯ তারিখে, শতাব্দীর শেষ প্রান্তে, আবার মিলিত হবো আমরা বিদ্যাময়ী স্কুল প্রিয় প্রাঙ্গণে। নবীন, প্রবীণ ছাত্রী, শিক্ষক সবাই একে অন্যকে নতুন করে জানবেন, বিদ্যাময়ীর পরিবেশ আনন্দে মুখরিত হবে সুধী জনের আত্মিক পুনর্মিলনে। অতীতের সোনালী স্মৃতির রোমন্থন হবে, যে স্মৃতি লুকিয়ে থাকে প্রাণ ভোমরার মতো মনের মণিকোঠায়, একান্ত নিজের হয়ে, কঠিন বাস্তবের শত কুঠারাঘাতেও থাকে বিক্ষত যা ম্লান হয় না। সেই স্মৃতির লক্ষ মানিক খচিত প্রদীপ জ্বলে মনের নিভৃতে। এই পুনর্মিলন একের সঙ্গে অন্যের মনের সেতু বন্ধনও বটে। অভিজ্ঞতায় স্থিতধি প্রবীণ, প্রচণ্ড প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা নবীন, দুইয়ের মহামিলন। মুছে যাক বিগত দিনের গ্লানি, সুখের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে জ্বলে উঠুক প্রাণ প্রদীপের লক্ষ আলোর শিখা, আনন্দময় মহাউৎসবের দিনে এই হোক আমাদের প্রত্যাশা।